জনতা ব্যাংক

বার্ষিক রিপোর্ট

১৯৭৬

বার্ষিক রিপোর্ট ১৯৭৬

জনতা ব্যাংক, প্রধান কার্য্যালয়ঃ ১, দিলকুশা কমার্শিয়াল এরিয়া, ঢাকা-২, বাংলাদেশ
পোস্ট বক্স নং ৪৬৮, টেলেক্স ৮৪০, কেবলঃ জনতা ব্যাংক

পরিচালক পরিষদ

জনাব এ. এন. এম. সোলায়মান চৌধুরী	চেয়ারম্যান
মিঃ এ. কে. গঙ্গোপাধ্যায়	ডাইরেক্টর
জনাব আবিদুর রহমান	ডাইরেক্টর
জনাব এম. মশিহুর রহমান	ডাইরেক্টর
জনাব চৌধুরী তানবীর আহমেদ সিদ্দিকী	ডাইরেক্টর
জনাব এম. মনোয়ারুল ইসলাম	ডাইরেক্টর

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

জনাব এ. এন. এম. সোলায়মান চৌধুরী

জেনারেল ম্যানেজার

জনাব আজিজ আহম্মদ

জনাব মোঃ আফজাল-উর-রহমান

চীফ এক্সিকিউটিভ

(সংযুক্ত আরব আমিরাত)

জনাব এস. এ. কবির

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

জনাব এম. ওয়াইজ

জনাব এম. হায়দার চৌধুরী

জনাব কামরুল হুদা

জনাব এ. কে. এম. গাফফার

এসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার

জনাব রেজাউল করিম, আবুধাবী

জনাব বদরুল হুদা

জনাব এ. আই. এম. ইফতিকার রহমান

জনাব সুজাউর রশীদ

জনাব সাইয়িদ আতীকুল্লাহ্

জনাব কে. এ. মজিদ

জনাব এম. আশফাক উদ্দীন চৌধুরী

জনাব মুহম্মদ নুরুল্লাহ

জনাব এম. হায়াতুর রহমান

জনাব এম. বজলুল বারী

জনাব সিরাজুল ইসলাম

জনাব এস. এ. শকুর

জনাব এ. এ. এম. আসাদুজ্জামান

জনাব ফজলুল বারী চৌধুরী

জনাব এম. এ. ওয়াহাব

জনাব আর. এ. হাওলাদার

জনাব সামসুদ্দিন আহমদ

জনাব রেজাউল করিম

পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন

আমরা আনন্দের সাথে ১৯৭৬ সালের বার্ষিক রিপোর্ট এবং ঐ বছরের ৩১শে ডিসেম্বরে গৃহীত ব্যালেন্স শীট ও লাভ ক্ষতির হিসাব পেশ করছি।

বছরটিতে বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়। বস্তুতঃ পক্ষে অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রেই এই অগ্রগতির প্রতিফলন ঘটে। মূলতঃ কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি হেতু জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। কৃষিজাত পণ্য এবং শিল্পজাত উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি বর্ধিত রপ্তানী দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অগ্রগতিরই স্বাক্ষর বহন করে।

দেশের এই অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করার জন্য জনতা ব্যাংক কৃষিক্ষেত্রে এবং রপ্তানী বাণিজ্য সহ উৎপাদনশীল ক্ষেত্রসমূহে ঋণ প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পূর্ববর্তী বছরগুলোর মতো জনতা ব্যাংক এ বছরেও দেশে বিদেশে বিশেষ করে ডিপোজিট সংগ্রহ, ঋণদান কার্যক্রম এবং ব্যবসায়িক সাফল্যে তার মুখ্য ভূমিকা অব্যাহত রাখে।

১৯৭৬ সালে ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

মূলধন বিনিয়োগ ঃ আলোচ্য বছরে মূলধন কাঠামোর কোন পরিবর্তন হয়নি। আমাদের অনুমোদিত মূলধন এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ যথাক্রমে ৫ কোটি (৫০ মিলিয়ন) টাকা ও ৩ কোটি (৩০ মিলিয়ন) টাকা অপরিবর্তিত থাকে।

রিজার্ভ ফাণ্ড ঃ আমাদের রিজার্ভ ফাণ্ডও অপরিবর্তিত রয়েছে। ৪·৫ কোটি (৪৫ মিলিয়ন) টাকার এই ফাণ্ড পরিশোধিত মূলধনের শতকরা ১৫০ ভাগ।

লাভ ঃ কার্য পরিচালনার ব্যয় ক্রমাগত বেড়ে চললেও উল্লিখিত সময়ে সামগ্রিক লাভের পরিমাণ সন্তোষজনক। পর্যাপ্ত সংরক্ষণ বাদ দিয়াও ব্যাংকের নীট লাভের পরিমাণ ১১ কোটি ১০ লক্ষ ১ হাজার (১১১ মিলিয়ন) টাকা। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় এ বছর নীট লাভের পরিমাণ শতকরা ১৭·৭১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই লাভের বণ্টন নিম্নোক্তভাবে করা হয়েছে ঃ

(ক) ট্যাক্স বাবদ·····১১,০৪,০৫,১২৮·০০

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক সমূহ (জাতীয়করণ) আদেশ, ১৯৭২-এর ২৫ নং ধারা অনুযায়ী সরকারকে দেয় লভ্যাংশ·····৫,৯৬,০০০·০০

বিনিয়োগ ঃ উল্লিখিত সময়ে ব্যাংক কর্তৃক অর্থ বিনিয়োগের পরিমাণ শতকরা ১৯·১৪ ভাগ বাড়িয়ে ৬৩·৬৮ কোটি (৬৩৬·৮ মিলিয়ন) টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এই বিনিয়োগের অধিকাংশই হয়েছে সরকারী ট্রেজারী বিলে।

ডিপোজিট ঃ ১৯৭৬ সালে ব্যাংকের ডিপোজিট সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি পায়। ৩১-১২-৭৫ তারিখে যেখানে মোট ডিপোজিট ছিল ২৯২·১১ কোটি (২৯২১·১ মিলিয়ন) টাকা, সেখানে ১৯৭৬ সালের ৩১শে

ডিসেম্বরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪২১·৫৮ কোটি (৪২১৫·৮ মিলিয়ন) টাকায়। ডিপোজিটের এই বৃদ্ধির হার শতকরা ৪৪ ভাগেরও কিছু বেশী।

আমাদের ব্যাংকের ডিপোজিটের পরিমাণ সারা দেশের ব্যাংক ডিপোজিটের শতকরা ২৪·১১ ভাগ।

এ্যাডভান্স ঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সংগে সংগতি রেখে আমাদের ব্যাংক সুস্পষ্ট ঋণদান নীতি অব্যাহত রেখেছে। ব্যাংক উৎপাদনশীল ও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সহজ শর্তে ঋণ দানের সুযোগ সুবিধা রেখেছে। পূর্ববর্তী বছরে এ খাতে ঋণদানের পরিমাণ ছিল ২৫৬·৩০ কোটি (২৫৬৩ মিলিয়ন) টাকা। এ বছর তা শতকরা ৩৮·৯৬ ভাগ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫৬·১৬ কোটি (৩৫৬১·৬ মিলিয়ন) টাকা।

৩১-১২-৭৬ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে প্রদত্ত এ্যাডভান্সের হিসাব নিম্নরূপ ঃ

(ক)	পাট ব্যবসা	৪১·০২ কোটি (৪১০·২ মিলিয়ন)	টাকা।
(খ)	পাট শিল্প	৩১·৬০ কোটি (৩১৬ মিলিয়ন)	টাকা।
(গ)	চামড়া শিল্প	১৩·৫৬ কোটি (১৩৫·৬ মিলিয়ন)	টাকা।
(ঘ)	বস্ত্র (ব্যবসা এবং শিল্প)	১৬·২৯ কোটি (১৬২·৯ মিলিয়ন)	টাকা।
(ঙ)	পরিবহন	৭·৫১ কোটি (৭৫·১ মিলিয়ন)	টাকা।
(চ)	লৌহ এবং ইস্পাত শিল্প	৬·১৩ কোটি (৬১·৩ মিলিয়ন)	টাকা।
(ছ)	চা (ব্যবসা এবং শিল্প)	২·৬৩ কোটি (২৬·৩ মিলিয়ন)	টাকা।
(জ)	ক্ষুদ্র ঋণ	৬·০৮ কোটি (৬০·৮ মিলিয়ন)	টাকা।
(ঝ)	পল্লী ঋণ	২·৮৮ কোটি (২৮·৮ মিলিয়ন)	টাকা।

আমাদের ব্যাংকের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক থেকে যে ৩০·৫১ কোটি (৩০৫·১ মিলিয়ন) টাকা ধার নিয়েছিল তা ও 'আই, ডি, বি, আই, প্রোফরমা এ্যাকাউন্টে' আমাদের ব্যাংকের এ্যাডভান্স হিসাবে ধরা হয়েছে। এই ঋণের জন্য আমাদের কোন সম্পদ গচ্ছিত রাখতে হয়নি।

আমাদের এ্যাডভান্সের পরিমাণ সারা দেশের ব্যাংক এ্যাডভান্সের শতকরা ২৪·৬৮ ভাগ।

পাট ব্যবসা ও পাট শিল্প ঃ পাটই হলো দেশের মূল অর্থকরী ফসল। ১৯৭৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহ পাট ব্যবসায়ে ঋণ দিয়েছে ১৫৯ কোটি (১৫৯০ মিলিয়ন) টাকা। তার শতকরা ২৫·৭৯ ভাগ অর্থাৎ ৪১·০২ কোটি (৪১০·২ মিলিয়ন) টাকাই দিয়েছি আমরা।

পাট শিল্পে সব রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক মিলে ঋণ প্রদান করেছে ১১৯·৯০ কোটি (১১৯৯ মিলিয়ন) টাকা। এর শতকরা ২৬·৩৬ ভাগ ঋণ প্রদান করা হয়েছে জনতা ব্যাংক থেকে।

চামড়া শিল্প ঃ বিদেশে বাংলাদেশের চামড়া রপ্তানীর যথেষ্ঠ সুযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ছ'টি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক মিলে যে ১৪·০৪ কোটি (১৪০·৪ মিলিয়ন) টাকা ঋণ প্রদান করেছে তার শতকরা ৯৬·৫৮ ভাগ অর্থাৎ ১৩·৫৬ কোটি (১৩৫·৬ মিলিয়ন) টাকাই দিয়েছি আমরা।

বস্ত্র শিল্প এবং বস্ত্র ব্যবসা ঃ বিকাশমান এই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ বাবদ জনতা ব্যাংক ১৬·২৯ কোটি (১৬২·৯ মিলিয়ন) টাকা ঋণ প্রদান করেছে। এই খাতে আমাদের ব্যাংকের অংশ শতকরা ৭৫ ভাগের উপরে।

পরিবহণ ঃ সমগ্র দেশে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি কল্পে আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে আর্থিক সুযোগ সুবিধা প্রদান অব্যাহত রেখেছি। ৩১-১২-৭৫ তারিখে এই খাতে এ্যাডভান্সের পরিমাণ ছিল ৬·৯৮ কোটি (৬৯·৮ মিলিয়ন) টাকা, ৩১-১২-৭৬ তারিখে একই খাতে এ্যাডভান্সের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭·৫১ কোটি (৭৫·১ মিলিয়ন) টাকা।

লৌহ এবং ইস্পাত শিল্প ঃ এই খাতে সবগুলো রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক মিলে যেখানে অর্থের যোগান দিয়েছে ২৯·৫৮ কোটি (২৯৫·৮ মিলিয়ন) টাকা সেখানে জনতা ব্যাংক ৩১-১২-৭৬ পর্যন্ত একাই দিয়েছে ৬·১৩ কোটি (৬১·৩ মিলিয়ন) টাকা। এক্ষেত্রে আমাদের অংশ শতকরা ২০·৭২ ভাগ।

চা শিল্প এবং ব্যবসা ঃ চা বাংলাদেশের আর একটি মূল্যবান রপ্তানী যোগ্য পণ্য। ৩১-১২-৭৬ তারিখ পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক সমূহ চা ব্যবসায় ৫·৫৮ কোটি (৫৫·৮ মিলিয়ন) টাকা ঋণ প্রদান করেছে। এর শতকরা ২৭·৭৮ ভাগই দিয়েছি আমরা।

ক্ষুদ্র ঋণ ঃ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মজীবী মানুষকে তাদের পেশা ও ব্যবসা পরিচালনা এবং সম্প্রসারণের জন্য আমরা আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছি। আগের বছর আমরা এ খাতে ৮২৬০ জনকে ৪·৭৮ কোটি (৪৭·৮ মিলিয়ন) টাকা ঋণ দিয়েছিলাম। গত এক বছরে (৩১-১২-৭৬ পর্যন্ত) তা বাড়িয়ে ৬·০৮ কোটি (৬০·৮ মিলিয়ন) টাকা করা হয়। ঋণ গ্রহীতাদের সংখ্যাও বেড়ে এখন দাঁড়িয়েছে ১৯,৭৫১ জনে।

পল্লী ঋণ ঃ বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর। স্বভাবতঃই সরকার গ্রামীন অর্থনীতি উন্নয়ন কল্পে নানা ব্যবস্থার পাশাপাশি এ খাতে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক সমূহ যাতে ঋণ প্রদানে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেদিকেও লক্ষ্য রেখেছে। সরকারের এ কার্যক্রমে সাড়া দিয়ে জনতা ব্যাংক পল্লী এলাকার শতকরা প্রায় ৬০টি শাখাকে এখাতে ঋণ প্রদানের কাজে নিয়োজিত করে। প্রাথমিক ভাবে আমাদের ব্যাংক নিজেদের সার্বিক তত্বাবধানে ক্ষুদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদের নিয়ে কিছু 'পাইলট প্রোজেক্টের' পরীক্ষা নিরীক্ষা চালায়। এর ফলও বেশ উৎসাহজনক।

শষ্য উৎপাদন ছাড়াও গ্রামের অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যক্রমে আমরা ঋণ প্রদান করেছি। ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত আমরা এখাতে ঋণ দিয়েছি ২·১১ কোটি (২১·১ মিলিয়ন) টাকা। ১৯৭৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪·৩৩ কোটি (৪৩·৩ মিলিয়ন) টাকা।

এই এক বছরে আমাদের পল্লী ঋণ বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ১০৫ ভাগ।

বৈদেশিক বাণিজ্য ঃ বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ১৯৭৬ সালকে বলা চলে আমাদের ব্যাংকের অগ্রগতির বছর। আগের বছর আমরা রপ্তানী বিলের ব্যবসা পরিচালনা করেছি ১১৫·৫২ কোটি (১১৫৫·২ মিলিয়ন) টাকার। ৭৬ সালে তা শতকরা ৫৫·৪৮ ভাগ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭৯·৬১ কোটি (১৭৯৬·১ মিলিয়ন) টাকা। এই বছরে সারা দেশে রপ্তানীর পরিমাণ ৬২৬·৫২ কোটি (৬২৬৫·২ মিলিয়ন) টাকা। এর শতকরা ২৮·৬৯ ভাগই পরিচালনা করেছি আমরা। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে আমদানীর জন্য আগের বছর আমরা ১৩১·৬৩ কোটি (১৩১৬·৩ মিলিয়ন) টাকার এল, সি, খুলেছিলাম। এ বছর তা শতকরা ৭০·৫৭ ভাগ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২৪·৫২ কোটি (২২৪৫·২ মিলিয়ন) টাকা।

বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনকারী শাখাসমূহ ঃ আমদানী ও রপ্তানীকারকদের বর্ধিত চাহিদা ও অধিক সংখ্যক লোকের কাছে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের সুযোগ সুবিধা পৌঁছিয়ে দেবার জন্য আমাদের আরো এগারোটি শাখা বাংলাদেশ ব্যাংকের লাইসেন্স পেয়েছে। ফলে এখন আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা লেন-দেনকারী শাখার সংখ্যা ১৫ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৬টিতে।

রপ্তানী ঋণের সেল : প্রচলিত পণ্য রপ্তানীতে সাহায্য করা ছাড়াও আমাদের ব্যাংক অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানীর বৃদ্ধির ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে। অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানীর ব্যাপারে পরামর্শ, আর্থিক সাহায্য ও বাজারের চাহিদা সম্পর্কে অবহিত রাখার জন্য ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের আন্তর্জাতিক বিভাগে 'রপ্তানী ঋণের সেল' গঠন করা হয়। তথ্য বিনিময় এবং উভয় পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য একদিকে যেমন এই সেল বৈদেশিক ব্যাংক, চেম্বার অব কমার্স ও বিদেশী ক্রেতাদের সংগে যোগাযোগ

রাখছে, তেমনি অপর দিকে স্থানীয় চেম্বার অব কমার্স, এক্সপোর্ট প্রোমোশন ব্যুরো এবং রপ্তানীকারকদের সংগেও নিয়মিত সংযোগ রক্ষা করে চলেছে।

অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানীকারকদের ব্যাংক উদার ভাবে ঋণের সুযোগ সুবিধা প্রদান করেছে। ১৯৭৬ সালে আমাদের মক্কেলগণ ১৪·৬৩ কোটি (১৪৬·৩ মিলিয়ন) টাকার অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানী করেছে।

স্বদেশে অর্থ প্রেরণঃ স্বদেশে টাকা পাঠানোর ব্যাপারে বিদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশের নাগরিকদের উৎসাহী করে তুলতে ব্যাংকের কার্যক্রম ও উদ্যোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। স্বদেশে অর্থপ্রেরণ কার্যক্রম অধিকতর সুষ্ঠুরূপে পরিচালনার জন্য ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের আন্তর্জাতিক বিভাগে বিশেষ সেল গঠন করা হয়েছে। বিশেষ করে ইরাক, ইরান, কাতার, লিবিয়া, সৌদী আরব এবং সংযুক্ত আরব আমীরাতে অবস্থানকারী বাংলাদেশের নাগরিকদের অর্থ প্রেরণে সুবিধা দানের জন্য ঐ সকল দেশের ব্যাংকগুলোর সংগে আমরা বন্দোবস্ত করেছি।

বৈদেশিক কার্যক্রম ঃ ১৯৭৬ সালে আমরা সংযুক্ত আরব আমীরাতের অন্তর্ভুক্ত দুবাই, শরজাহ্, আজমান এবং রাস-আল-খাইমাহ্তে একটি করে মোট চারটি শাখা খুলেছি। এ নিয়ে বিদেশে আমাদের শাখার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে পাঁচ।

১৯৭৬ সালে আবুধাবী শাখার কার্যকলাপের ফলে '৭৭ এর প্রথম দিকে সংযুক্ত আরব আমীরাতে আমাদের শাখাসমূহ কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হয়। বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক, সংযুক্ত আরব আমীরাত সরকার এবং আমীরাত কারেন্সী বোর্ডের সাহায্য ও সমর্থনে আমরা সে অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। এর পর থেকে সংযুক্ত আরব আমীরাতে আমাদের শাখাসমূহের কার্যক্রম অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

বৈদেশিক ব্যাংকের সংগে সংযোগ রক্ষা ঃ ১৯৭৬ সালে সারা বিশ্বে অধিক সংখ্যক বিদেশী ব্যাংকের সংগে আমরা 'সংযোগ রক্ষার সম্পর্ক' প্রতিষ্ঠিত করেছি। ১৯৭৫ সালে এ ধরনের ব্যাংকের সংখ্যা ছিল ১৭০টি। ৩১-১২-৭৬-এ এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩৮।

খাদ্য সংগ্রহ ও পাট ক্রয় ঃ পূর্ববর্তী বৎসরগুলোর মতো এ বৎসরও আমরা সরকারের খাদ্য সংগ্রহ ও পাটক্রয় কার্যক্রমে ব্যাংকার হিসেবে অংশগ্রহণ করেছি। সরকারের এই কার্যক্রমের সাফল্যে আমাদের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে।

সম্প্রসারণ ঃ ১৯৭৬ সালে ব্যাংকের ৫১টি শাখা খোলা হয়। এর অধিকাংশই পল্লী এলাকায়, চারটি খোলা হয়েছে সংযুক্ত আরব আমীরাতে। বছরের শেষে ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৭৭টি।

কর্মচারী প্রসঙ্গ ঃ ১৯৭৫ সালে আমাদের মোট কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ৪,৭৯৩ জন। ৩১-১২-৭৬-এ তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬,১৪০ জনে।

সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নিরবচ্ছিন্ন সহায়তা ও পরামর্শের জন্য আমরা তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সংযুক্ত আরব আমীরাত সরকার ও কারেন্সী বোর্ডের সমর্থন লাভের জন্যও আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মচারী সারা বছর অত্যন্ত নিষ্ঠার সংগে কাজ করেছেন। তাঁদের জন্য রইল আমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।

পরিচালক মণ্ডলীর পক্ষে
এ, এন, এম, সোলায়মান চৌধুরী
চেয়ারম্যান

ঢাকা
২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭

অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র

(মিলিয়ন টাকার হিসাব)

	১৯৭২	১৯৭৩	১৯৭৪	১৯৭৫	১৯৭৬	%হিসাবে বৃদ্ধি
ডিপোজিট	১৫৭৬.৯	২২৮৫.৬	২৫৮০.৫	২৯২১.১	৪২১৫.৮	৪৪.৩২
এ্যাডভান্স	১১৩২.০	১৫৬৪.৪	২০৯২.৪	২৫৬৩.০	৩৫৬১.৬	৩৮.৯৬
বিনিয়োগ	২০৪.১	৪৭২.২	৫৩৭.৪	৫৩৪.৫	৬৩৬.৮	১৯.১৪
লাভ	১০.৬	৪৬.৬	৪৪.৯	৯৪.৩	১১১.০	১৭.৭১

শাখা সংখ্যা

	১৯৭২	১৯৭৩	১৯৭৪	১৯৭৫	১৯৭৬
বাংলাদেশে	২৬০	২৮৪	৩০৮	৩২১	৩৭২
বিদেশে	১	২	৪	১	৫
	২৬১	২৮৬	৩১২	৩২২	৩৭৭

অডিটরগণের রিপোর্ট

জনতা ব্যাংকের ১৯৭৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বরে গৃহীত যে ব্যালেন্স শীট এই সংগে সংযোজিত হয়েছে এবং ১৯৭৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের লাভ ক্ষতির হিসাব এবং এই হিসাবের স্বপক্ষে ব্যাংকের সকল শাখা থেকে সংগৃহীত সত্যায়িত রিটার্নগুলি যথোপযুক্ত ভাবে পরীক্ষা করার পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রদত্ত আমাদের ভিন্ন রিপোর্টের সংগে সংগতি রেখে এই মর্মে আমরা রিপোর্ট দিচ্ছি যে ঃ

(ক) আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে হিসাব পরীক্ষার নিমিত্ত যেসব খবরাখবর ও ব্যাখ্যার প্রয়োজন তা আমরা যথোপযুক্তভাবে পেয়েছি এবং সেইসব খবরাখবর ও ব্যাখ্যা-ভাষ্য আমাদের কাছে সন্তোষজনক মনে হয়েছে।

(খ) ব্যাংকের খাতাপত্র পরীক্ষার পর আমরা এই মত পোষণ করি যে, এই সব খাতাপত্র আইনের অনুশাসন অনুযায়ী সঠিক অবস্থায় রক্ষিত হচ্ছে এবং পরীক্ষার জন্য সমস্ত শাখা থেকে রিটার্নাদিও আমরা পেয়েছি।

(গ) ব্যাংকের লেনদেনসমূহ যা আমাদের গোচরীভূত হয়েছে তা ব্যাংকের নিজস্ব এখতিয়ারভুক্ত।

(ঘ) যে সব খবরাখবর, ব্যাখ্যা-ভাষ্য আমাদের দেওয়া হয় এবং বইপত্র থেকে যা প্রতীয়মান হয় তার উপর ভিত্তি করে আমরা এই মত পোষণ করি যে ঃ

(১) সংযোজিত ব্যালেন্স শীট ও লাভ ক্ষতির হিসাব আইনের সংগে সংগতি রেখে প্রণীত হয়েছে।

(২) লাভ ক্ষতির হিসাব অনুযায়ী উল্লিখিত সময়ে সত্যিই উদ্বৃত্ত মুনাফা অর্জিত হয়েছে।

(৩) এই ব্যালেন্স শীটে ব্যাংকের সঠিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে।

হাওলাদার, ইউনুস এ্যাণ্ড কোং
চার্টার্ড এ্যাকাউনটেনট্স

এস, এফ, আহমেদ এ্যাণ্ড কোং
চার্টার্ড এ্যাকউনটেনট্স

ঢাকা, ২৮শে জুন, ১৯৭৭।

মূলধন ও দায়

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৫			৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৬	
টাকা	টাকা		টাকা	টাকা
		মূলধন ঃ		
	৫,০০,০০,০০০	অনুমোদিত মূলধন	৫,০০,০০,০০০	
৩,০০,০০,০০০		**পরিশোধিত মূলধন**		৩,০০,০০,০০০
৪,৫০,০০,০০০		**রিজার্ভ ফাণ্ড**		৪,৫০,০০,০০০
		আমানত ও অন্যান্য হিসাব (জমা)		
	১২৪,১২,৯২,৫৪৯	স্থায়ী আমানত	২১৬,১৬,৫৮,৯৩৩	
	৫৪,৮৭,৯৬,১৬৯	সঞ্চয়ী আমানত	৬৬,৫০,৮২,৬৭৮	
		চলতি হিসাব, আনুসাংগিক হিসাব		
২৯২,১০,৯৫,১৪৮	১১৩,১০,০৬,৪৩০	ইত্যাদি	১৩৮,৯০,২৮,১৯৮	৪,২১,৫৭,৬৯,৮০৯
		অন্যান্য ব্যাংক ও এজেন্ট থেকে প্রাপ্ত ঋণ		
		(ক) বাংলাদেশে		
	৫০,২১,১৯,০০০	(১) বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে	৪,৪২,৭৪,০০০	
	১৩,২৫,৫৮,৮৩৪	(২) অন্যান্য ব্যাংক থেকে	১১,৮২,৮৯,৭৬৯	
৭৭,৩১,২৩,০৮৯	১৩,৮৪,৪৫,২৫৫	(খ) বাংলাদেশের বাইরে	৩৪,৫২,৪৩,০৬৩	৫০,৭৮,০৬,৮৩২

উপরে বর্ণিত বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণী ঃ

		(১) নিরাপদ ঋণ ঃ বাংলাদেশে	
		(ক) সরকারী খাতে ঋণ দানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বিকল্প অর্থ সাহায্য হিসাবে প্রাপ্ত	৭৯,০০,০০০
৮,০১,০০,০০০		(খ) সরকারী খাতে ঋণ দানের(অগ্রিম) জন্য পুনঃ বাটাকৃত বিল বাবদ বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বিকল্প অর্থ সাহায্য হিসাবে প্রাপ্ত	৩,৭১,৭৪,০০০
৩৭,৪০,১৯,০০০		(গ) নোট বাতিল করনের ফলে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ	নাই
৪,৮০,০০,০০০			
৫০,২১,১৯,০০০			৪,৪২,৭৪,০০০
		(২) অনিশ্চিত	
১৩,২৫,৫৮,৮৩৪		বাংলাদেশে	১১,৮২,৮৯,৭৬৯
১৩,৮৪,৪৫,২৫৫		বাংলাদেশের বাইরে	৩৪,৫২,৪৩,০৬৩
২৭,১০,০৪,০৮৯			৪৬,৩৫,৩২,৮৩২
৩৭৬,৯২,১৮,২৩৭		পরের পৃষ্ঠায় নীত		৪৭৯,৮৫,৭৬,৬৪১

গৃহীত ব্যালান্স শীট

সম্পত্তি ও সম্পদাদির হিসাব

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৫			৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৬	
টাকা	টাকা		টাকা	টাকা
		নগদ তহবিল		
		হাতে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ও সোনালী		
২৯,৬১,৫৬,৭৭৯		ব্যাংকে জমা (নগদ বৈদেশিক মুদ্রাসহ)		৪৪,৪৩,৮৯,১১০
		অন্যান্য ব্যাংকে জমা		
	নাই	(ক) বাংলাদেশে	নাই	
৩০,৬০,৬৩,১৬৮	৩০,৬০,৬৩,১৬৮	(খ) বাংলাদেশের বাইরে	৩,৮৩,৭৪,৮৩৯	৩,৮৩,৭৪,৮৩৯
		তলবী ও স্বল্প নোটিশে (মেয়াদী) পরিশোধযোগ্য টাকা		
১৪,০২,৪৫০				১,০০,০০,০০০
		বিনিয়োগকৃত অর্থ বা উহার বর্তমান মূল্য		
		(যে টাকা কম হয়)		
		(ক) সাবেক পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের সিকিউরিটি,		
	১,৯৩,৫৩,৪৫২	ট্রেজারী বিল ও ট্রান্সিট সিকিউরিটি	১,৯৩,৫৩,৪৫২	
		(খ) সাবেক পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সিকিউরিটি, ট্রান্সিট সিকিউরিটি ও		
	১৫,৪৯,৬৭০	অন্যান্য ট্রেজারী বিল	১৫,৪৯,৬৭০	
		(গ) বাংলাদেশ সরকারের সিকিউরিটি ট্রান্সিট সিকিউরিটি ও অন্যান্য		
	৩৫,০০,০০,০০০	ট্রেজারী বিল	৪৪,৫০,০০,০০০	
	৬৮,৪৫,৩৮৯	(ঘ) বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার	১,৫৩,৩৮,৩৮৮	
	১৫,৫৮,০৩,০০০	(ঙ) ঋণপত্র (ডিবেঞ্চার)	১৫,৩৩,০৩,০০০	
৫৩,৪৫,০৩,৫৪৬	৯,৫২,০৩৫	(চ) প্রাইজবণ্ড	২২,৬২,৪০০	৬৩,৬৮,০৬,৯১০
১১৩,৮১,২৫,৯৪৩		পরের পৃষ্ঠায় নীত		১১২,৯৫,৭০,৮৫৯

মূলধন ও দায়

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৫			৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৬	
টাকা	টাকা		টাকা	টাকা
৩,৭৬,৯২,১৮,২৩৭		আগের পৃষ্ঠা থেকে আনীত		৪৭৯,৮৫,৭৬,৬৪১
নেই		**দেয় বিল বিপরীত দফা মোতাবেক যে সব বিল আদায়ের জন্য পাওয়া গিয়াছে ঃ**		নেই
	১৫,২৩,১৯,৭৭৪	(ক) বাংলাদেশে পরিশোধযোগ্য	৯,৮৭,৩১,৯৩৩	
৫০,৫৫,৫৭,৫৫৮	৩৫,৩২,৩৭,৭৮৪	(খ) বিদেশে পরিশোধযোগ্য	৪৮,২০,৩৫,৫৩৭	৫৮,০৭,৬৭,৪৭০
৩২,১৯,৮৯,২৪৮		**অন্যান্য দায়-দায়িত্ব**		১৮,৫৯,৮২,২৯৮
৩,৬৩,২৮,১৭২		(ক) সমন্বয় সাপেক্ষ হিসাব	২,১৭,৮৮,৭৮৮	
২,৫৮,৭৭,৮৫৯		(খ) পুরানো সদর দপ্তর সংক্রান্ত হিসাব	নেই	
৭,৭৪,৩২,৮৫৭		(গ) শাখা সমূহের হিসাব সমন্বয়	নেই	
১৮,২৩,৫০,৩৬০		(ঘ) অন্যান্য	১৬,৪১,৯৩,৫১০	
১৭১,৬৫,৮৩,৬৮২		**বিপরীত দফা মোতাবেক স্বীকারপত্র (প্রাপ্তি-পত্র), সমর্থন পত্র ও অন্যান্য দায়-দায়িত্ব**		২৮৫,৫৫,০৫,৩৮৭
৩৫,২৯,৮৭,১৭২		জামিন নামা (গ্যারান্টি পত্র)	১০৪,৬৪,৬৭,০৫৬	
১৩৬,৩৫,৯৬,৫১০		ঋণ পত্র (এল. সি)	১৮০,৯০,৩৮,৩৩১	
৬৩১,৩৩,৪৮,৭২৫		পরের পৃষ্ঠায় নীত		৮৪২,০৮,৩১,৭৯৬

সম্পত্তি ও সম্পদাদির হিসাব

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৫			৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৬	
টাকা	টাকা		টাকা	টাকা
১১৩,৮১,২৫,৯৪৩		আগের পৃষ্ঠা থেকে আনীত		১১২,৯৫,৭০,৮৫৯
		এ্যাডভান্সেস ঃ (অডিটরদের সন্তুষ্টির সহিত অনাদায়ী ও অনিশ্চিত ঋণের জন্য সংরক্ষণ বাদ দিয়ে)		
		(অ) লোন, ক্যাশক্রেডিট ওভার ড্রাফ্টস ইত্যাদি ঃ		
		(ক) বাংলাদেশে প্রদত্ত		
১২৩,১৭,৯৯,৮৩০		(১) মক্কেলদেরকে	১৭৫,৯১,৭০,৭৫৮	
৮,১১,৬৬,৩৯৯		(২) সরকারী খাতে প্রদত্ত ঋণের পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বিকল্প অর্থ সাহায্য হিসাবে প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা	৩,৫৯,৮৬,৫৩২	
৩৯,৬৮,২৫,০০০		(৩) সরকারী খাতে প্রদত্ত ঋণের পক্ষে বাটাকৃত বিলের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা	নেই	
৪৩,৬৫,০১,০০০		(৪) সরকারী খাতে প্রদত্ত ঋণ, যার পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে কোন বিকল্প অর্থ সাহায্য নেয়া হয়নি	৫৬,৯৪,১২,০০০	
২০,৬৬,৬৭,৯২৫		(খ) বাংলাদেশের বাইরে	৮৬,৮৯,২৯,৩০০	
২৩৫,২৯,৬০,১৫৪			৩২৩,৩৪,৯৮,৫৯০	
		(আ) বাটাকৃত এবং ক্রয় করা বিল		
১,৯৮,৩৩,৩০১		(১) বাংলাদেশে পরিশোধযোগ্য	১,৫৬,০৫,৮১৯	
১৯,০২,৪৮,৬২৪		(২) বিদেশে পরিশোধযোগ্য	৩১,২৪,৭০,৪২৭	
২৫৬,৩০,৪২,০৭৯				৩৫৬,১৫,৭৪,৮৩৬
৩৭০,১১,৬৮,০২২		পরের পৃষ্ঠায় নীত		৪৬৯,১১,৪৫,৬৯৫

মূলধন ও দায়

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৫			৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৬	
টাকা	টাকা		টাকা	টাকা
৬,৩১,৩৩,৪৮,৭২৫		আগের পৃষ্ঠা থেকে আনীত		৮৪২,০৮,৩১,৭৯৬
		লাভ ক্ষতির হিসাব		
		বর্তমান বছরের হিসাব থেকে		
	৯,৪৩,২০,৭০০	যে লাভ পাওয়া গেছে	১১,১০,০১,১২৮	
		ট্যাক্স প্রদানের জন্য		
	৫,৯৩,২০ ৭০০	বরাদ্দকৃত ১১,০৪,০৫,১২৮		
	২,০০,০০,০০০	রিজার্ভ ফাণ্ডে আনীত নেই		
		সরকারকে প্রদত্ত ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ব্যাংক সমূহ (জাতীয়করণ) আদেশের		
	১,৫০,০০,০০০	২৫ উপধারা মোতাবেক ৫,৯৬,০০০	১১,১০,০১,১২৮	
	৯,৪৩,২০,৭০০			
৬৩১,৩৩,৪৮,৭২৫		পরের পৃষ্ঠায় নীত		৮৪২,০৮,৩১,৭৯৬

সম্পত্তি ও সম্পদাদির হিসাব

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৫			৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৬	
টাকা	টাকা		টাকা	টাকা
৩৭০,১১,৬৮,০২২		আগের পৃষ্ঠা থেকে আনীত		৪৬৯,১১,৪৫,৬৯৫
		এ্যাডভান্সের বিবরণী ঃ		
২৩২,৮৮,৯৪,২৬১		(ক) নিরাপদ ঋণ, নিরাপত্তার ব্যাপারে ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণ করা আছে	৩,১০,৯৭,০৬,২৫৫	
১০,৬৫,০৭,৬৮৬		(খ) নিরাপদ ঋণ, যার বিপরীতে ব্যাংকের কাছে খাতকের শুধু ব্যক্তিগত জামানত আছে	৩৪,৮৪,৮৮,৫২৮	
১২,৭৬,৪০,১৩২		(গ) নিরাপদ ঋণ, ঋণ গ্রহীতাদের ব্যাক্তিগত জামানত ছাড়াও যা এক বা একাধিক লোকের দায় দায়িত্বে সীমাবদ্ধ	১০,৩৩,৮০,০৫৩	
কিছুনা		(ঘ) যে ঋণ আদায়ের সম্ভাবনা কম অথবা সন্দেহজনক এবং যার জন্য কোন প্রকার সংরক্ষণ নাই	কিছুনা	
২৫৬,৩০,৪২,০৭৯			৩৫৬,১৫,৭৪,৮৩৬	
৪,৮৮,৫৫৩		(ঙ) ব্যাংকের পরিচালক বা কর্মচারীদের অথবা তাদের মধ্যে কাউকে পৃথক ভাবে বা অন্য কারো সাথে যৌথভাবে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ	৬,৩৩,৭৮৫	
কিছুনা		(চ) পরিচালক, অংশীদার বা ব্যবস্থাপক প্রতিনিধি (ম্যানেজিং এজেণ্টস) অথবা যে কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসাবে যখন ব্যাংকের পরিচালকগণ জড়িত সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ	৪৩,০৯৫	
৮,১৭,৫৮৪		(ছ) ব্যাংকের পরিচালক, ম্যানেজার বা অফিসারদের মধ্যে পৃথক পৃথক ভাবে অথবা অন্য কারো সাথে যৌথভাবে প্রদত্ত সাময়িক ঋণসহ আলোচ্য বৎসরের দেয় ঋণের মোট সর্বোচ্চ পরিমাণ	৭,২৮,৭৮০	
৩৭০,১১,৬৮,০২২		পরের পৃষ্ঠায় নীত		৪৬৯,১১,৪৫,৬৯৫

মূলধন ও দায়

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৫			৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৬
টাকা	টাকা		টাকা	টাকা
৬৩১,৩৩,৪৮,৭২৫		আগের পৃষ্ঠা থেকে আনীত		৮৪২,০৮,৩১,৭৯৬
		আনুসংগিক দায়		
		(১) যে পরিমাণ অর্থের জন্য ব্যাংক আনুসংগিকভাবে দায়ী ঃ		
		(অ) অন্যান্য খাতে ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত জামানতের বিবরণ ঃ		
১৯,০৯,৫৭,৮৬৬		(ক) সরকার	৮২,৯৬,৬২,৭৭৮	
১৩,৫১,৫৬,৩৪১		(খ) ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক সংস্থা (ফিনান্সসিয়াল ইন্সটিটিউশন)	১৬,১৩,২২,৬১৪	
২,৬৮,৭২,৯৬৫		(গ) অন্যান্য	৫,৫৪,৮১,৬৬৪	
৩৫,২৯,৮৭,১৭২			১০৪,৬৪,৬৭,০৫৬	
		(২) অনাদায়ী আগাম বিনিময় ঋণের জন্য দায় দায়িত্ব	৫৯,২৭,০১,৮৫৮	
৬৩১,৩৩,৪৮,৭২৫		পরের পৃষ্ঠায় নীত		৮৪২,০৮,৩১,৭৯৬

সম্পত্তি ও সম্পদাদির হিসাব

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৫			৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৬	
টাকা	টাকা		টাকা	টাকা
		আগের পৃষ্ঠা থেকে আনীত		
৩৭০,১১,৬৮,০২২				৪৬৯,১১,৪৫,৬৯৫
		(জ) পরিচালক, অংশীদার বা ব্যবস্থাপক প্রতিনিধি (ম্যানেজিং এজেন্টস) অথবা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসাবে যে সমস্ত কোম্পানীর বা প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যাংকের পরিচালকগণ জড়িত, সেই সব কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানকে আলোচ্য বছরে সাময়িক ঋণসহ		
কিছুনা		প্রদত্ত ঋণের মোট সর্বোচ্চ পরিমাণ	৬৮,৫১৫	
কিছুনা		(ঝ) অন্যান্য ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ঋণ	কিছুনা	
		বিপরীত দফা মোতাবেক যে সমস্ত বিলের টাকা প্রাপ্য ঃ		
	১৫,২৩,১৯,৭৭৪	(ক) বাংলাদেশে পরিশোধ যোগ্য	৯,৮৭,৩১,৯৩৩	
৫০,৫৫,৫৭,৫৫৮	৩৫,৩২,৩৭,৭৮৪	(খ) বাংলাদেশের বাইরে পরিশোধ যোগ্য	৪৮,২০.৩৫,৫৩৭	৫৮,০৭,৬৭,৪৭০
		বিপরীত দফা মোতাবেক স্বীকার পত্র, সমর্থন পত্র ও অন্যান্য দায়-দায়িত্বের		
১৭১,৬৫,৮৩,৬৮২		**ব্যাপারে মক্কেল এর দায় ঃ**		২৮৫,৫৫,০৫,৩৮৭
	৩৫,২৯,৮৭,১৭২	(ক) জামিন নামা (গ্যারান্টি পত্র)	১০৪,৬৪,৬৭,০৫৬	
	১৩৬,৩৫,৯৬,৫১০	(খ) ঋণ পত্র (এল, সি)	১৮০,৯০,৩৮,৩৩১	
		ভবন ও লাগোয়া ভূমি		
	৪৫,২৪,১২৫	পূর্ববর্তী বৎসরের ব্যালেন্স শীট অনুযায়ী	৪৪,৩৫,৫৭৫	
	—	বর্তমান বৎসরের সংযোজন	৩৯,০৬,৭৮৩	
	৪৫,২৪,১২৫		৮৩,৪২,৩৫৮	
৪৪,৩৫,৫৭৫	৮৮,৫৫০	মূল্যাপকর্ষ্য (ডেপ্রিসিয়েশন) বাবদ যে অর্থ বাদ দেয়া হয়েছে	১,২৩,৬৮৫	৮২,১৮,৬৭৩
৫৯২,৭৭,৪৪,৮৩৭		পরের পৃষ্ঠায় নীত		৮১৩,৫৬,৩৭,২২৫

মূলধন ও দায়

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৫			৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৬
টাকা	টাকা		টাকা	টাকা
৬৩১,৩৩,৪৮,৭২৫		আগের পৃষ্ঠা থেকে আনীত		৮৪২,০৮,৩১,৭৯৬
৬৩১,৩৩,৪৮,৭২৫		মোট		৮৪২,০৮,৩১,৭৯৬

এস, এ, শকুর
এ্যাসিসটেণ্ট জেনারেল ম্যানেজার

এম. হায়দার চৌধুরী
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

মোহাম্মদ আফজাল উর রহমান
জেনারেল ম্যানেজার

গৃহীত ব্যালান্স শীট

সম্পত্তি ও সম্পদাদির হিসাব

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৫			৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৬	
টাকা	টাকা		টাকা	টাকা
৫৯২,৭৭,৪৪,৮৩৭		আগের পৃষ্ঠা থেকে আনীত		৮১৩,৫৬,৩৭,২২৫
		আসবাব পত্র		
	১,২৬,০০,৭৩৫	পূর্ববর্তী বার্ষিক নিকাশ পত্র অনুযায়ী প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত	১,৪৩,৭২,০৪০	
	৪৩,৮৩,৫০৪	চলতি বছরের নূতন কেনা আসবাব পত্র-এ থেকে বাদ যাবে যে আসবাব পত্র বিক্রয় হয়েছে	৯৯,৪৫,৫০৮	
	১,৬৯,৮৪,২৩৯		২,৪৩,১৭,৫৪৮	
১,৪৩,৭২,০৪০	২৬,১২,১৯৯	মূল্যাপকর্ষ (ডেপ্রিশিয়েশান) বাবদ যে অর্থ বাদ দেয়া হয়েছে	৩৬,৪৮,৫৩৮	২,০৬,৬৯,০১০
		রৌপ্য সহ অন্যান্য সম্পদাদি		
	৮০,১৭৪	(ক) ষ্ট্যাম্পস	৯৫,৮৩৭	
	১,০১,৫০,০৬৫	(খ) ষ্টেশনারী	১,৫১,০১,৫৪৩	
	৯৫,০৭,৮৬৬	(গ) বিনিয়োগ খাতে সঞ্চাত আয়	১,১৮,১৬,৭৪৯	
	৪১,১২,৬১৩	(ঘ) অগ্রিম জমা ও অগ্রিম ভাড়া	১,৫৪,৭৮,৩৫৫	
	১৭,১৪,৮৬,৭১১	(ঙ) টুকিটাকি (সাসপেন্স) বা বিলম্বিত হিসাব	১১,৯৩,৮১,০২০	
	১,৮৮,৭৬১	(চ) ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাংক	২,১৮,১৫৯	
	৪,০৩,৭৫,০৬২	(ছ) পুরানো সদর দফতর সংক্রান্ত হিসাব	নেই	
	১৩,৫৩,৩০,৫৯৬	(জ) অচল ঘোষিত টাকা	৫,২৪,১৭,৪০২	
	নেই	(ঝ) জেনারেল বুক্‌ড এ্যাকাউন্ট	৮৮,৭৭,০২৬	
৩৭,১২,৩১,৮৪৮	নেই	(ঞ) শাখা সমূহের হিসাব সমন্বয়	৪,১১,৩৯,৪৭০	২৬,৪৫,২৫,৫৬১
কিছু না		ব্যাংক সংক্রান্ত নয় এইরূপ যে সম্পদাদি দাবী পূরণের নিমিত্ত আদায় করা হয়েছে		কিছু না
৬৩১,৩৩,৪৮,৭২৫		মোট		৮৪২,০৮,৩১,৭৯৬

এ, এন, এম, সোলায়মান চৌধুরী
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ও চেয়ারম্যান

আবিদুর রহমান	ডাইরেক্টর
এ, কে, গঙ্গোপাধ্যায়	ডাইরেক্টর
এম্, মশিহুর রহমান	ডাইরেক্টর
চৌধুরী তানবীর আহমেদ সিদ্দিকী	ডাইরেক্টর

হাওলাদার ইউনুস এ্যাণ্ড কোং
চাটার্ড এ্যাকাউন্টেন্টস

এস, এফ, আহমেদ এ্যাণ্ড কোং
চাটার্ড এ্যাকাউন্টেন্টস
ঢাকা, ২৮শে জুন, ১৯৭৭

ব্যয়

৩১-১২ ৭৫ পর্যন্ত টাকা		৩১-১২-৭৬ পর্যন্ত টাকা
২৯,৬০,৭৩,৯৮৯	আমানত (জমা) ও ঋণ ও ইত্যাদির উপর পরিশোধিত সুদ	৪৩,২৫,০৩,৮৪৯
৪,২৫,৩৯,০১৪	বেতন, ভাতা এবং প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড (ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পাওনা ৬৬, ৬০০ টাকা সমেত)	৪,৯০,৪০,৩৭১
২,৮০০	ডাইরেক্টরদের ফিস এবং ভাতা	৪,০০০
১,৫৬,০৫,১৮০	ভাড়া, কর, বীমা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি	২.০৪,৫৯,০০৯
১৭,৮২,৩০৫	আইন সংক্রান্ত খরচাদি	১৩,৮৯,০৮২
৪৮,৪৭,৯৫২	ডাকমাশুল, তারবার্তা ও স্ট্যাম্পস বাবদ	৫৪,৫৫,৭৫৯
১,০৫,১৭৭	অডিটরদের পারিশ্রমিক	১,১০,৫৬৮
৪৩,১৭,৯৯৫	ব্যাংকের সম্পদের মূল্যাপকর্ষ ও মেরামত খরচ	৯০,৯৮,১৩৪
৫৬,০৫,১৩৭	ষ্টেশনারী, মুদ্রণ ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি	৬৮,৮২,৭৩২
২,৪৫,২৩৫	অন্যান্য সম্পদের লেনদেন অথবা বিক্রয়ের ফলে ক্ষতি	২,৩০৩
১,৬২,২৩,৮১৯	মূল্যাপকর্ষ ব্যতীত কম্পুউটার ব্যুরো এবং অন্যান্য খরচ	২,১৬,২৪,৬৬৯
৯,৪৩,২০,৭০০	এই হিসাব হইতে লাভের পরিমাণ যাহা ব্যালেন্স শীটে দেখানো হয়েছে	১১,১০,০১,১২৮
৪৮,১৬,৬৯,৩০৩	মোট	৬৫,৭৫,৭১,৬০৪

এস. এ, শকুর
এ্যাসিসটেণ্ট জেনারেল ম্যানেজার

এম, হায়দার চৌধুরী
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

মোহাম্মদ আফজাল উর রহমান
জেনারেল ম্যানেজার

সমাপ্ত লাভ ও ক্ষতির হিসাব

আয়

৩১-১২-৭৫ পর্যন্ত টাকা		৩১-১২-৭৬ পর্যন্ত টাকা
	(অনাদায়ী ও অনিশ্চিত ঋণের জন্য সংরক্ষণ ও অন্যান্য স্বাভাবিক ও অপরিহার্য সংরক্ষণ বাদ দিয়ে)	
৩৮,৪১,৪৬,১৭৬	সুদ ও বাটা	৫৩,৫২,৬২,০৩৮
৮,৭৩,৫৫,৩১৫	কমিশন, বিনিময় ও দালালী বাবদ	১১,১৪,২৭,৮৫১
১৩,৩৫,৮৯৪	ভাড়া বাবদ	৯,১২,৪১৮
কিছুনা	ব্যাংক সংক্রান্ত নয় এইরূপ সম্পদাদি থেকে আয় অথবা উহা বিক্রয়ে বা লেন দেনে মুনাফা	কিছুনা
৮৮,৩১,৯১৮	কম্পিউটর ব্যুরো থেকে এবং অন্যান্য আয়	৯৯.৬৯.২৯৭
৪৮,১৬,৬৯,৩০৩	মোট	৬৫,৭৫,৭১,৬০৪

এ এন, এম সোলায়মান চৌধুরী
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ও চেয়ারম্যান
আবিত্তর রহমান ডাইরেক্টর
এ. কে. গঙ্গোপাধ্যায় ডাইরেক্টর
এম, মশিহুর রহমান ডাইরেক্টর
চৌধুরী তানবীর আহমেদ সিদ্দিকী ডাইরেক্টর

হাওলাদার ইউনুস এ্যাণ্ড কোং
চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্টস

এস, এফ, আহমেদ এ্যাণ্ড কোং
চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্টস
ঢাকা, ২৮শে জুন, ১৯৭৭

শাখা সমূহের তালিকা

(বিদেশে ৫টি শাখাসহ মোট শাখা ৩৭৭)

(হেড অফিস সংলগ্ন প্রধান শাখা)

১।	মতিঝিল ব্রাঞ্চ	ঢাকা

ঢাকা অঞ্চল—ক
(শাখা—২৯)

২।	বি. আই. ডি. সি.	ঢাকা
৩।	বি. আর. টি. সি.	ঢাকা
৪।	ডি. আই. টি.	ঢাকা
৫।	ফরাশগঞ্জ	ঢাকা
৬।	গেণ্ডারিয়া	ঢাকা
৭।	হোটেল ইণ্টারকণ্টিনেণ্টাল	ঢাকা
৮।	ইসলামপুর	ঢাকা
৯।	আই. ডব্লিউ. টি. এ. টারমিনাল	ঢাকা
১০।	কমলাপুর বাজার	ঢাকা
১১।	লক্ষ্মীবাজার	ঢাকা
১২।	মগবাজার	ঢাকা
১৩।	মিটফোর্ড রোড	ঢাকা
১৪।	মহাখালী	ঢাকা
১৫।	মৌচাক মার্কেট	ঢাকা
১৬।	মুগদাপাড়া	ঢাকা
১৭।	ময়মনসিংহ রোড	ঢাকা
১৮।	নওয়াবপুর রোড	ঢাকা
১৯।	বঙ্গবন্ধু এ্যাভেনিউ (জি. পি. ও-র উল্টো দিকে)	ঢাকা
২০।	পুরানা পল্টন	ঢাকা
২১।	রাজা চেম্বার	ঢাকা
২২।	রাজারবাগ পুলিশ লাইন	ঢাকা
২৩।	সদরঘাট	ঢাকা
২৪।	শান্তিনগর	ঢাকা
২৫।	তেজগাঁও	ঢাকা
২৬।	টীপু সুলতান রোড	ঢাকা
২৭।	তোপখানা রোড	ঢাকা
২৮।	টঙ্গী	ঢাকা
২৯।	ঠাটারী বাজার	ঢাকা
৩০।	ভিক্টোরিয়া পার্ক	ঢাকা

ঢাকা অঞ্চল—খ
(শাখা—৩০)

৩১।	আরমানিটোলা	ঢাকা
৩২।	বংশাল রোড	ঢাকা
৩৩।	চক বাজার	ঢাকা
৩৪।	ঢাকা কলেজ গেট	ঢাকা
৩৫।	ঢাকা মেডিকেল কলেজ	ঢাকা
৩৬।	ধামরাই	ঢাকা
৩৭।	ধানমণ্ডি	ঢাকা
৩৮।	এলিফেণ্ট রোড	ঢাকা
৩৯।	গাজীপুর	ঢাকা
৪০।	গ্রীনরোড	ঢাকা
৪১।	ইমামগঞ্জ	ঢাকা
৪২।	জুরাইন	ঢাকা
৪৩।	মিরপুর	ঢাকা
৪৪।	মিরপুর সেকশন—১০	ঢাকা
৪৫।	মহম্মদপুর	ঢাকা
৪৬।	মকিম কাটারা	ঢাকা
৪৭।	মানিকগঞ্জ	ঢাকা
৪৮।	নাজিমুদ্দীন রোড	ঢাকা
৪৯।	নিউ মার্কেট	ঢাকা
৫০।	নবাবগঞ্জ	ঢাকা
৫১।	পোস্তা	ঢাকা
৫২।	রমনা	ঢাকা
৫৩।	রায়ের বাজার	ঢাকা
৫৪।	সাতমসজিদ রোড	ঢাকা
৫৫।	সইলপুর হাট	ঢাকা
৫৬।	শেরেবাংলা নগর	ঢাকা
৫৭।	সাভার	ঢাকা
৫৮।	ইউনিভার্সিটি কেম্পাস	ঢাকা
৫৯।	ওয়াসা	ঢাকা
৬০।	ওয়াপদা	ঢাকা

চট্টগ্রাম এলাকা অফিস সংলগ্নসম্মিলিত শাখা

৬১।	লালদিঘী পূর্ব	চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম অঞ্চল—ক
(শাখা—২৪)

৬২।	আমীর মার্কেট	চট্টগ্রাম
৬৩।	আসাদগঞ্জ	চট্টগ্রাম
৬৪।	কেণ্টনমেণ্ট	চট্টগ্রাম
৬৫।	চাকতাই	চট্টগ্রাম
৬৬।	চকবাজার	চট্টগ্রাম
৬৭।	চৌধুরী হাট	চট্টগ্রাম
৬৮।	দোস্ত বিল্ডিং	চট্টগ্রাম
৬৯।	ফতেপুর	চট্টগ্রাম
৭০।	ফটিকছড়ি	চট্টগ্রাম
৭১।	হাটহাজারী	চট্টগ্রাম
৭২।	জুবিলী রোড	চট্টগ্রাম
৭৩।	কাঠালতলী	পার্বত্য চট্টগ্রাম
৭৪।	খাতুনগঞ্জ	চট্টগ্রাম
৭৫।	খাগড়াছড়ি	পার্বত্য চট্টগ্রাম
৭৬।	কোরবানীগঞ্জ	চট্টগ্রাম
৭৭।	লাঙ্গাডু	পার্বত্য চট্টগ্রাম
৭৮।	মিউনিসিপ্যালিটি	চট্টগ্রাম
৭৯।	নাজিরহাট	চট্টগ্রাম
৮০।	নিউ মার্কেট	চট্টগ্রাম
৮১।	পোড়াভিটা	চট্টগ্রাম
৮২।	পাহাড়তলী	চট্টগ্রাম
৮৩।	রিয়াজুদ্দীন বাজার	চট্টগ্রাম
৮৪।	সদরঘাট রোড	চট্টগ্রাম
৮৫।	ওয়াসা	চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম অঞ্চল—খ
(শাখা—২৫)

৮৬।	বারবাকুণ্ড	চট্টগ্রাম
৮৭।	বুড়িরচর	চট্টগ্রাম
৮৮।	চকরিয়া	চট্টগ্রাম
৮৯।	কক্সবাজার	চট্টগ্রাম
৯০।	দেওয়ান হাট	চট্টগ্রাম
৯১।	দোহাজারী	চট্টগ্রাম
৯২।	ই. আই. সি. হাউজ, পাঠানটুলী	চট্টগ্রাম
৯৩।	ফিরিঙ্গী বাজার	চট্টগ্রাম
৯৪।	কদমতলি	চট্টগ্রাম
৯৫।	কালুরঘাট	চট্টগ্রাম
৯৬।	কুমিরা	চট্টগ্রাম
৯৭।	কুতুবদিয়া	চট্টগ্রাম
৯৮।	কাপ্তাই	পার্বত্য চট্টগ্রাম
৯৯।	করের হাট	চট্টগ্রাম
১০০।	কাটঘর	চট্টগ্রাম
১০১।	মিরসরাই	চট্টগ্রাম
১০২।	নৈকোমছড়ি	পার্বত্য চট্টগ্রাম
১০৩।	পতেঙ্গা রোড	চট্টগ্রাম
১০৪।	পটিয়া	চট্টগ্রাম
১০৫।	পোমারা	চট্টগ্রাম
১০৬।	পোর্ট রিপাবলিক রোড	চট্টগ্রাম
১০৭।	রূপকানিয়া	চট্টগ্রাম
১০৮।	শেখ মুজিব রোড	চট্টগ্রাম
১০৯।	সীতাকুণ্ড	চট্টগ্রাম
১১০।	ট্রাণ্ড রোড	চট্টগ্রাম

ময়মনসিংহ অঞ্চল
(শাখা—২১)

১১১।	বালিজুরী বাজার	ময়মনসিংহ
১১২।	চরপাড়া	ময়মনসিংহ
১১৩।	গৌরীপুর একাডেমী সেণ্টার	ময়মনসিংহ
১১৪।	হালুয়াঘাট	ময়মনসিংহ
১১৫।	ইসলামপুর	ময়মনসিংহ
১১৬।	ইটনা	ময়মনসিংহ
১১৭।	জামালপুর	ময়মনসিংহ
১১৮।	জরিয়া জঞ্জাইল	ময়মনসিংহ
১১৯।	ঝোনাইঘাতি	ময়মনসিংহ
১২০।	কটিয়াদি	ময়মনসিংহ
১২১।	কিশোরগঞ্জ	ময়মনসিংহ
১২২।	কুলিয়ারচর	ময়মনসিংহ
১২৩।	মোহনগঞ্জ	ময়মনসিংহ
১২৪।	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ
১২৫।	মধুপুর	টাঙ্গাইল
১২৬।	মিটামাইন	ময়মনসিংহ
১২৭।	নান্দিনা	ময়মনসিংহ
১২৮।	নেত্রকোণা	ময়মনসিংহ
১২৯।	সরারচর	ময়মনসিংহ
১৩০।	টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল
১৩১।	তারাকান্দা	ময়মনসিংহ

নারায়ণগঞ্জ অঞ্চল
(শাখা—২৭)

১৩২।	বৈদ্যের বাজার	ঢাকা
১৩৩।	বঙ্গবন্ধু রোড	নারায়ণগঞ্জ
১৩৪।	বেতকা	ঢাকা
১৩৫।	বন্দর	নারায়ণগঞ্জ
১৩৬।	বাঞ্ছারামপুর	কুমিল্লা
১৩৭।	ব্রাহ্মনদী	ঢাকা
১৩৮।	বি, কে, রোড	নারায়ণগঞ্জ

১৩৯।	ড্রেজার অর্গেনিজেশন	নারায়ণগঞ্জ
১৪০।	ফতুল্লা	নারায়ণগঞ্জ
১৪১।	ঘোড়াশাল	ঢাকা
১৪২।	গোদনাইল	নারায়ণগঞ্জ
১৪৩।	গোপালদি বাজার	ঢাকা
১৪৪।	হাসনাবাদ বাজার	ঢাকা
১৪৫।	কমলাঘাট	ঢাকা
১৪৬।	মুন্সীগঞ্জ	ঢাকা
১৪৭।	মুরাপাড়া	ঢাকা
১৪৮।	মদনগঞ্জ	ঢাকা
১৪৯।	নরসিংদী	ঢাকা
১৫০।	নিতাইগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ
১৫১।	পলাশ	ঢাকা
১৫২।	পাগলা বাজার	ঢাকা
১৫৩।	রামচন্দ্রপুর	কুমিল্লা
১৫৪।	রামকৃষ্ণপুর	কুমিল্লা
১৫৫।	শিবপুর	ঢাকা
১৫৬।	সৈয়দ আলী চেম্বার	নারায়ণগঞ্জ
১৫৭।	সোনা মিয়া মার্কেট	নারায়ণগঞ্জ
১৫৮।	টান বাজার	নারায়ণগঞ্জ

ফরিদপুর অঞ্চল
(শাখা—১৪)

১৫৯।	আরপাড়া (সালিকা)	যশোর
১৬০।	বালিয়াকান্দি	ফরিদপুর
১৬১।	ভাগ্যকুল	ঢাকা
১৬২।	বিনোদপুর	যশোর
১৬৩।	চরমুগুরিয়া	ফরিদপুর
১৬৪।	ফরিদপুর	ফরিদপুর
১৬৫।	হরিকুমারিয়া	ফরিদপুর
১৬৬।	খান খানাপুর	ফরিদপুর
১৬৭।	কোটালিপাড়া	ফরিদপুর
১৬৮।	লাঙ্গলবন্ধ	যশোর
১৬৯।	মাগুরা	যশোর
১৭০।	মাদারিপুর পুরান বাজার	ফরিদপুর
১৭১।	রাজবাড়ী	ফরিদপুর
১৭২।	ষ্টেশন রোড ফরিদপুর	ফরিদপুর

কুমিল্লা অঞ্চল
(শাখা—২৮)

১৭৩।	বুড়িচং	কুমিল্লা
১৭৪।	চৌমুহনী	নোয়াখালী
১৭৫।	চাঁদপুর	কুমিল্লা
১৭৬।	চাঁদপুর কো-অপারেটিভ	কুমিল্লা
১৭৭।	কুমিল্লা (মেইন)	কুমিল্লা
১৭৮।	চান্দিনা	কুমিল্লা
১৭৯।	কুমিল্লা কো-অপারেটিভ	কুমিল্লা
১৮০।	কোম্পানীগঞ্জ	কুমিল্লা
১৮১।	দাগন ভূইয়া	নোয়াখালী
১৮২।	দামুড্যা	ফরিদপুর
১৮৩।	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
১৮৪।	ধর্মপুর	কুমিল্লা
১৮৫।	ফেনী	নোয়াখালী
১৮৬।	ফরিদগঞ্জ	কুমিল্লা
১৮৭।	গৌরীপুর বাজার	কুমিল্লা
১৮৮।	গুণবতি	কুমিল্লা
১৮৯।	হাজীগঞ্জ	কুমিল্লা
১৯০।	জাফরগঞ্জ	কুমিল্লা
১৯১।	কচুয়া	কুমিল্লা
১৯২।	খিলপাড়া	নোয়াখালী
১৯৩।	লাকশাম	কুমিল্লা
১৯৪।	মাইজদী কোর্ট	নোয়াখালী
১৯৫।	মতিগঞ্জ	নোয়াখালী
১৯৬।	নুতন বাজার চাঁদপুর	কুমিল্লা
১৯৭।	রায়পুরা	নোয়াখালী
১৯৮।	রাজাপুর	নোয়াখালী
১৯৯।	শাসনগাছা	কুমিল্লা
২০০।	সোনাপুর	নোয়াখালী

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অঞ্চল
(শাখা—১৫)

২০১।	আখাউরা	কুমিল্লা
২০২।	আশুগঞ্জ	কুমিল্লা
২০৩।	বাহুবল	সিলেট
২০৪।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	কুমিল্লা
২০৫।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া কো-অপারেটিভ	কুমিল্লা
২০৬।	ভৈরব বাজার	ময়মনসিংহ
২০৭।	চরচরতলা	কুমিল্লা
২০৮।	হবিগঞ্জ	সিলেট
২০৯।	কুটি	কুমিল্লা
২১০।	মাধবপুর	সিলেট
২১১।	নবীনগর	কুমিল্লা
২১২।	নোয়াপাড়া	সিলেট
২১৩।	কসবা	কুমিল্লা
২১৪।	সাজি বাজার	সিলেট
২১৫।	সরাইল কো-অপারেটিভ	কুমিল্লা

সিলেট অঞ্চল
(শাখা—২৪)

২১৬।	আকাটোনা	সিলেট

২১৭।	বিয়ানী বাজার	সিলেট
২১৮।	ভাদেশ্বর	সিলেট
২১৯।	ভানুগাছ	সিলেট
২২০।	বিশ্বনাথ	সিলেট
২২১।	বড়ফেচী বাজার	সিলেট
২২২।	ছাতক	সিলেট
২২৩।	ঢাকা দক্ষিণ	সিলেট
২২৪।	ফেঞ্চুগঞ্জ	সিলেট
২২৫।	গোপলার বাজার	সিলেট
২২৬।	জগন্নাথপুর	সিলেট
২২৭।	জওয়া বাজার	সিলেট
২২৮।	জুরি	সিলেট
২২৯।	কুমনা	সিলেট
২৩০।	মৌলবী বাজার	সিলেট
২৩১।	মারকুলি	সিলেট
২৩২।	নবীগঞ্জ	সিলেট
২৩৩।	রাণীগঞ্জ বাজার	সিলেট
২৩৪।	শেরপুর নতুন বাজার	সিলেট
২৩৫।	শ্রীমঙ্গল	সিলেট
২৩৬।	সুনামগঞ্জ	সিলেট
২৩৭।	সিলেট	সিলেট
২৩৮।	তাজপুর	সিলেট
২৩৯।	জিন্দা বাজার	সিলেট

খুলনা অঞ্চল
(শাখা—১৬)

২৪০।	বাগেরহাট	খুলনা
২৪১।	চালনা পোর্ট	খুলনা
২৪২।	দৌলতপুর	খুলনা
২৪৩।	গোপালগঞ্জ	ফরিদপুর
২৪৪।	হেলাতলা রোড	খুলনা
২৪৫।	হাজী মহসীন রোড	খুলনা
২৪৬।	খালিশপুর	খুলনা
২৪৭।	কে. ডি. এ.	খুলনা
২৪৮।	কে. ডি. ঘোষ রোড	খুলনা
২৪৯।	খান জাহান আলী রোড	খুলনা
২৫০।	মীরেরডাঙ্গা	খুলনা
২৫১।	নুর নগর	খুলনা
২৫২।	রামপাল	খুলনা
২৫৩।	রেল রোড বাগেরহাট	খুলনা
২৫৪।	রাজঘাট	যশোর
২৫৫।	সরনখোলা	খুলনা

যশোর অঞ্চল
(শাখা- ২৪)

২৫৬।	আশাশুনী	খুলনা
২৫৭।	বরদিয়া	যশোর
২৫৮।	বামুনদী	কুষ্টিয়া
২৫৯।	চুয়াডাঙ্গা	কুষ্টিয়া
২৬০।	চণ্ডিচরণ রোড	কুষ্টিয়া
২৬১।	দর্শনা	কুষ্টিয়া
২৬২।	দত্তনগর	কুষ্টিয়া
২৬৩।	হরিণাকুণ্ডু	যশোর
২৬৪।	এইস. এম. এম. রোড	যশোর
২৬৫।	এম. কে. রোড	যশোর
২৬৬।	ঝিনাইদহ	যশোর
২৬৭।	ঝিকরগাছা	যশোর
২৬৮।	কালীগঞ্জ	খুলনা
২৬৯।	কেশবপুর	যশোর
২৭০।	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া
২৭১।	লোহাগরা	যশোর
২৭২।	মেহেরপুর	কুষ্টিয়া
২৭৩।	মনিরামপুর	যশোর
২৭৪।	নড়াইল	যশোর
২৭৫।	নোয়াপাড়া	যশোর
২৭৬।	পাটকেলঘাটা	খুলনা
২৭৭।	শৈলকুপা	যশোর
২৭৮।	সাতক্ষীরা	খুলনা
২৭৯।	শ্যামনগর	খুলনা

বরিশাল অঞ্চল
(শাখা—১৮)

২৮০।	বরগুনা	পাটুয়াখালী
২৮১।	চকবাজার	বরিশাল
২৮২।	সদর রোড	বরিশাল
২৮৩।	ভেদরগঞ্জ	ফরিদপুর
২৮৪।	ভোজেশ্বর	ফরিদপুর
২৮৫।	ভোলা	বরিশাল
২৮৬।	বোরহানউদ্দীন	বরিশাল
২৮৭।	বাজার রোড	বরিশাল
২৮৮।	চরফেসন	বরিশাল
২৮৯।	ঝালকাঠি	বরিশাল
২৯০।	কালকিনি	ফরিদপুর
২৯১।	কৌরীখারা	বরিশাল
২৯২।	কলসকাঠি	বরিশাল
২৯৩।	মির্জাকালু	বরিশাল
২৯৪।	পাতারহাট	বরিশাল
২৯৫।	পাটুয়াখালী	পটুয়াখালী
২৯৬।	পিরোজপুর	বরিশাল
২৯৭।	টরকি	বরিশাল

রাজশাহী জোন
(শাখা—১৮)

২৯৮।	আরানি	রাজশাহী
২৯৯।	আদিনা	রাজশাহী
৩০০।	বানেশ্বর	রাজশাহী
৩০১।	ভবানীগঞ্জ	রাজশাহী
৩০২।	চাপাঁইনবাবগঞ্জ	রাজশাহী
৩০৩।	দুর্গাপুর	রাজশাহী
৩০৪।	গোদাগারী	রাজশাহী
৩০৫।	হরগ্রাম	রাজশাহী
৩০৬।	হরিয়ান	রাজশাহী
৩০৭।	কানসট	রাজশাহী
৩০৮।	মালঞ্চি	রাজশাহী
৩০৯।	নাচোল	রাজশাহী
৩১০।	নাটোর একাডেমী	রাজশাহী
৩১১।	নাটোর	রাজশাহী
৩১২।	রোহনপুর	রাজশাহী
৩১৩।	রাণী বাজার	রাজশাহী
৩১৪।	সাহেব বাজার	রাজশাহী
৩১৫।	তাহিরপুর	রাজশাহী

রংপুর অঞ্চল
(শাখা—১৭)

৩১৬।	আলমনগর	রংপুর
৩১৭।	ভুরুঙ্গামারী	রংপুর
৩১৮।	ডোমার	রংপুর
৩১৯।	গঙ্গাচরা	রংপুর
৩২০।	হারাগাছা	রংপুর
৩২১।	হাতীবান্ধা	রংপুর
৩২২।	জলঢাকা	রংপুর
৩২৩।	কালিগঞ্জ	রংপুর
৩২৪।	কাউনিয়া	রংপুর
৩২৫।	কুড়িগ্রাম	রংপুর
৩২৬।	লালমনিরহাট	রংপুর
৩২৭।	নীলফামারী	রংপুর
৩২৮।	পাগলাপীর বাজার	রংপুর
৩২৯।	রংপুর	রংপুর
৩৩০।	সৈয়দপুর	রংপুর
৩৩১।	শ্যামপুর	রংপুর
৩৩২।	সাধীবাড়ী	রংপুর

দিনাজপুর অঞ্চল
(শাখা—১১)

৩৩৩।	আটওয়ারী	দিনাজপুর
৩৩৪।	চরকাই	দিনাজপুর
৩৩৫।	চিরিরবন্দর	দিনাজপুর
৩৩৬।	দেবীগঞ্জ	দিনাজপুর
৩৩৭।	দিনাজপুর	দিনাজপুর
৩৩৮।	লাহিড়ীহাট	দিনাজপুর
৩৩৯।	পার্বতীপুর	দিনাজপুর
৩৪০।	ফুলহাট	দিনাজপুর
৩৪১।	রাণী শংকাইল	দিনাজপুর
৩৪২।	রুহিয়া	দিনাজপুর
৩৪৩।	ঠাকুরগাঁ	দিনাজপুর

বগুড়া অঞ্চল
(শাখা—১৭)

৩৪৪।	আদমদিঘী	বগুড়া
৩৪৫।	বগুড়া	বগুড়া
৩৪৬।	চান্দাইকোনা	বগুড়া
৩৪৭।	চন্দন বাইশা	বগুড়া
৩৪৮।	ডামুরহাট	রাজশাহী
৩৪৯।	গাইবান্ধা	রংপুর
৩৫০।	গাইবান্ধা কো-অপারেটি	রংপুর
৩৫১।	হাট লক্ষ্মীপুর	রংপুর
৩৫২।	জয়পুর হাট	বগুড়া
৩৫৩।	মাণ্ডা	রাজশাহী
৩৫৪।	মাদারগঞ্জ	রংপুর
৩৫৫।	নওগাঁও	রাজশাহী
৩৫৬।	নাজিরপুর	রাজশাহী
৩৫৭।	নিয়ামতপুর	রাজশাহী
৩৫৮।	রুকিনদিপুর	রাজশাহী
৩৫৯।	সান্তাহার	বগুড়া
৩৬০।	সপ্তপদী বাজার	বগুড়া

পাবনা অঞ্চল
(শাখা—১২)

৩৬১।	বিসিক ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেট	পাবনা
৩৬২।	বাগাবাড়ী ঘাট	পাবনা
৩৬৩।	এনায়েতপুর	পাবনা
৩৬৪।	গুরুদাসপুর	রাজশাহী
৩৬৫।	ঈশ্বরদি	পাবনা
৩৬৬।	পাবনা	পাবনা
৩৬৭।	পাকশী	পাবনা
৩৬৮।	পাবনা বাজার	পাবনা
৩৬৯।	রূপপুর	পাবনা
৩৭০।	সিরাজগঞ্জ	পাবনা
৩৭১।	সাহজাদপুর	পাবনা
৩৭২।	সোহাগপুর	পাবনা

বৈদেশিক শাখা

১। জনতা ব্যাংক
লুলু স্ট্রীট
আহমেদ খলিফা আল-ইউছুফ বিল্ডিং
পি. ও. বক্স নং ২৬৩০
আবু ধাবি ইউ. এ. ই.

২। জনতা ব্যাংক,
ক্লারিজ হোটেল বিল্ডিং
ফিস স্কোয়ার
পি. ও. বক্স নং ৩৩৪২
দেইরা দুবাই
ইউ. এ. ই.

৩। জনতা ব্যাংক
আল-সুলাইমান বিল্ডিং
আল-আরোবা রোড
পি. ও. বক্স নং ৫৩০৩
সারজাহ্, ইউ. এ. ই.

৪। জনতা ব্যাংক
এইচ, এইচ, শেখ হুমাইদ বিন রশীদ
আল-নৌয়ামী বিল্ডিং
করনেস রোড, পি. ও. বক্স ৫০০
আজমান, ইউ. এ. ই.

৫। জনতা ব্যাংক
ওসমান রোড
আল-নাকহীল
পি. ও. বক্স নং ৭৯০
রাস-আল খাইমাহ্
ইউ. এ. ই.

নূতন শাখাসমূহের তালিকা

৩১-১২-৭৬ এর পরে (১-১-৭৭ হইতে ৩০-৯-৭৭ পর্যন্ত)

১।	বামনডাঙ্গা বন্দর	রংপুর
২।	রুরাল ডেভলপমেন্ট একাডেমী	বগুড়া
৩।	নয়া বন্দর	সিলেট
৪।	দেরাই	সিলেট
৫।	সলগাং	পাবনা
৬।	তিলকপুর	বগুড়া
৭।	মহম্মদপুর	যশোর
৮।	আল্লার দরগা	কুষ্টিয়া
৯।	রানদুনী বাড়ী	পাবনা
১০।	লাখাই	সিলেট
১১।	রামগঞ্জ	নোয়াখালী
১২।	লক্ষ্মীপুর	নোয়াখালী
১৩।	ছাগলনাইয়া	নোয়াখালী
১৪।	টঙ্গিবাড়ী	ঢাকা
১৫।	ইংলিশ রোড	ঢাকা
১৬।	মনুথপুর	দিনাজপুর
১৭।	ফুলগাজী বাজার	নোয়াখালী
১৮।	পুরান মুন্সীর হাট	নোয়াখালী
১৯।	মোহনপুর	রাজশাহী
২০।	নিতপুর	রাজশাহী
২১।	কালাম	রাজশাহী
২২।	বাসুদেবপুর	রাজশাহী
২৩।	মদনগর	রাজশাহী
২৪।	দাওকান্দি	রাজশাহী
২৫।	নওদাপাড়া	রাজশাহী
২৬।	ধানীদহ	রাজশাহী
২৭।	হুজরাপুর	রাজশাহী
২৮।	রাণীহাটি	রাজশাহী
২৯।	মঙ্গলপুর	দিনাজপুর
৩০।	চাঁদনী বাজার	বগুড়া
৩১।	তুলসীঘাট	রংপুর
৩২।	হাসাদা	কুষ্টিয়া
৩৩।	ধানগারা	পাবনা
৩৪।	ভোগদাবুড়ি	রংপুর
৩৫।	রমনা	রংপুর
৩৬।	গোডাউন কোয়াটার	নোয়াখালী
৩৭।	তামাই	পাবনা
৩৮।	নতুন বাজার	ময়মনসিংহ
৩৯।	আলেকান্দা বাংলাবাজার	বরিশাল
৪০।	ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	খুলনা
৪১।	রূপসা পূর্ব	খুলনা
৪২।	শেখের চর	ঢাকা
৪৩।	নবীগঞ্জ	ঢাকা
৪৪।	সাতবাড়ীয়া	কুষ্টিয়া
৪৫।	সেরকান্দি বাজার	কুষ্টিয়া
৪৬।	শ্যামপুর	ঢাকা
৪৭।	বকশীগঞ্জ বাজার	ময়মনসিংহ
৪৮।	বাতাকান্দি	কুমিল্লা
৪৯।	হাতিরদিয়া বাজার	ঢাকা
৫০।	আলু বাজার	ঢাকা
৫১।	বৈদেশিক বিনিময় শাখা	ঢাকা

বিশ্বে আমাদের ৩৩৮ টি এজেন্ট ও করেসপনডেন্টস রয়েছে।

বাংলাদেশ * বিভিন্ন জেলায় জনতা ব্যাংকের শাখা